সংবাদ

তারিখ ..21 JUN 2017...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...৪.....

দিনাজপুর রামনগর উচ্চ বিদ্যালয়

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী বেতন বঞ্চিত ৯ মাস

জেলা বার্তা পরিবেশক, দিনাজপুর

অদৃশ্য কারণে দিনাজপুরের খানসামায় একটি বিদ্যালয়ের বেতন ভাতা বন্ধ রয়েছে। পরিবার পরিজন নিয়ে ৯ মাস ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছে ১৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী। উচ্চ আদালতে মামলা করেও ফলাফল শূন্য।

বিদ্যালয় কমিটির আবেদনপত্র ও আদালতের কাগজপত্রে জানা গেছে, উপজেলার রামনগর উচ্চ বিদ্যালয় কমিটির সভাপতির অব্যাহতি, প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, নতুন কমিটি গঠন করে ভেঙে দেয়া, আদালতে রিট পিটিশন এবং শিক্ষা কর্মকর্তার অদৃশ্য ক্ষমতা প্রয়োগসহ নাটকীয় কার্যকলাপের কারণে বিদ্যালয়ের ১৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর বেতন-ভাতা দীর্ঘ ৯ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে ঈদ উদযাপন করা এসব শিক্ষক কর্মচারীর পক্ষে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

কমিটির সভাপতি আকবর আলী জানান, শিক্ষা অফিসার আজমুল হকের যোগসাজোসে একটি মহল শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত বিদ্যালয়ের নিয়মিতি কমিটি ভেঙে দেয়। কমিটির পক্ষ হতে আদালতে রিটপিটিশন করা হয়, যার নম্বর-২৪৬০/২০১৭। আদালত কমিটি বহাল রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু শিক্ষা অফিসার আদালতের আদেশের তোয়াক্কা না করে ক্ষমতার জোড়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের হাজিরা প্রতিবেদনে স্বাক্ষর দেয়া থেকে বিরত থাকেন। সভাপতি বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা অফিসারের কাছে একাধিক বার কথা বলেছেন। শিক্ষা কর্মকর্তা সভাপতিকে অপমান করে কৌশলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা উত্তোলন বন্ধ করে দিয়েছেন। এ অবস্থায় বিদ্যালয় কমিটি উচ্চ আদালতে পুনরায় একটি আদালত অবমাননা মামলা দায়ের করেছে, মামলা নম্বর-২৬৩/২০১৭।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন স্থানীয় শিক্ষক জানান, আজমুল হক ফিমেল সেকেন্ডারি শাখা থেকে খুঁটির জোড়ে প্রমোশনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হয়েছেন। তিনি ২০১২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর খানসামা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে যোগদান করে প্রায় ৬ বছর ধরে দাম্ভিকতার সঙ্গে রয়েছেন।